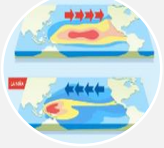

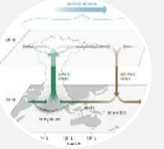

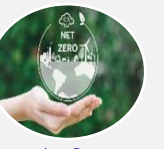





পরিভাষা	বিশেষ তথ্য
 <p><b>এল-নিনো (El Nino) এবং লা-নিনা (La Lina)</b></p>	<p>‘এল-নিনো’ একটি স্প্যানিশ শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হলো ‘ছোট ছেলে’। ‘এল-নিনো’ মূলত উষ্ণ প্রকৃতির জলবায়ুর একটি ধরণ।</p> <p>এটি মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চ তাপমাত্রার জন্য দায়ী যার স্থায়িত্ব সাধারণত ৯-১২ মাস।</p> <p>এল-নিনো’র সময়ে অন্যান্য সময়ের চেয়ে কম বৃষ্টি হয় এবং বন্যাও কম হয়। এ সময় তাপমাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যায়।</p> <p>এল-নিনো সাধারণত প্রতি চার থেকে সাত বছরে একবার দেখা যায়।</p> <p><b>অপরদিকে,</b></p> <p>‘লা-নিনা’ও একটি স্প্যানিশ শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হলো ‘ছোট মেয়ে’। ‘লা-নিনা’ শীতল প্রকৃতির জলবায়ুর একটি ধরণ।</p> <p>লা-নিনা’র সময় বেশি বৃষ্টি আর বেশি বন্যা দেখা যায় এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়।</p> <p>দীর্ঘকালীন গড় তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে গেলে তাকে বলা হয় লা-নিনা। এর স্থায়ীত্ব ১-৩ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।</p> <p>দুই থেকে সাত বছর পরপর এই চক্র ফিরে আসতে পারে। সাধারণত এল নিনো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লা-নিনার গঠন শুরু হয়।</p> <p>দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের জেলেরা প্রায় ১০০ বছর আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে এটির নামকরণ করে।</p> <p>সূত্র: <a href="#">National Oceanic and Atmospheric Administration</a>.</p>
 <p><b>Cloud Burst/ মেঘ বিস্ফোরণ</b></p>	<p>‘ক্লাউডবার্স্ট’ হল অল্প সময়ের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট স্বল্প জায়গায় শিলাবৃষ্টি এবং বজ্রপাত সহ অতি বৃষ্টিপাত। এর ফলে আকস্মিক বন্যা এবং ভূমিধ্বস হতে পারে।</p> <p>সাধারণত যখন ১০ বর্গকিলোমিটার (৩.৮৬ বর্গ মাইল) অঞ্চলে এক ঘন্টার মধ্যে ১০ সেন্টিমিটার (৩.৯৪ ইঞ্চি) এর বেশি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাকে ক্লাউড বিস্ফোরণ বা ক্লাউডবার্স্ট বলে থাকে।</p> <p>এটি হিমালয় এবং তার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য এলাকায় বেশি ঘটে থাকে। সাধারণত ক্লাউডবার্স্ট বর্ষা ঋতুতে হয়ে থাকে।</p> <p>সূত্র: <a href="#">Britannica</a> &amp; <a href="#">Nature Journal</a>.</p>
 <p><b>ম্যাডেন-জুলিয়ান দোলন</b> Madden Julian Oscillations (MJO)</p>	<p>এটি একটি মহাসাগরীয়-বায়ুমণ্ডলীয় ঘটনা যা সারা বিশ্ব জুড়ে আবহাওয়া কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে।</p> <p>এমজেও-কে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি মেঘ, বৃষ্টিপাত, বাতাস এবং চাপের পূর্বমুখী ‘পালস’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা সাধারণত প্রতি ৩০ থেকে ৬০ দিনে পুনরাবৃত্তি হয়।</p> <p>সাধারণত নিম্ন-স্তরের এবং উচ্চ-স্তরের বায়ুমণ্ডলীয় সঞ্চালনের অসংগতি (বৃদ্ধি বা হ্রাসের) সাথে MJO’র প্যাটার্নের সম্পর্ক রয়েছে।</p> <p>আবিষ্কার: ১৯৭১ সালে আমেরিকান ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফেরিক রিসার্চ (NCAR) এর রোল্যান্ড ম্যাডেন এবং পল জুলিয়ান কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল।</p> <p>ম্যাডেন-জুলিয়ান দোলন এর প্রধানত দুটি পর্যায় পরিলক্ষিত হয়:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>১. Convective (বর্ধিত বৃষ্টিপাত পর্যায়); (এ পর্যায় ভূপৃষ্ঠের সকল বায়ু একত্রিত হয়ে উপরের দিকে ধাক্কা দেয়)</li> <li>২. Suppressed (নিরুদ্ধ বৃষ্টিপাত পর্যায়); (এ পর্যায় বায়ু বায়ুমণ্ডলের শীর্ষে একত্রিত হয় এবং পরবর্তীতে নিচের দিকে ধাক্কা দেয়)</li> </ol> <p>সূত্র: <a href="#">National Oceanic and Atmospheric Administration</a>.</p>
 <p><b>জেট স্ট্রিম</b> (Jet Stream)</p>	<p>‘জেট স্ট্রিম’ হল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫-৭ মাইল উপরে শক্তিশালী বাতাসের একটি প্রবাহ, যা পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত হয়।</p> <p>এটি সাধারণত মধ্য ও উপরের ট্রোপোস্ফিয়ার বা নিম্ন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে উত্তর-পূর্ব দিকে, পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।</p> <p>যেহেতু এই গরম এবং ঠান্ডা বাতাসের সীমানা শীতকালে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, তাই উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের শীতকালে জেট স্রোত সবচেয়ে শক্তিশালী হয়।</p> <p>‘জেট স্ট্রিম’ মূলত তাপের পার্থক্যের কারণে দেখা যায়।</p> <p>সূত্র: <a href="#">National Oceanic and Atmospheric Administration</a> &amp; <a href="#">Britannica</a>.</p>
 <p><b>টিপিং পয়েন্ট</b> (Tipping Point)</p>	<p>‘টিপিং পয়েন্ট’ হল একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থা যা একবার পেরিয়ে গেলে, জলবায়ুতে একটি বৃহৎ, অপরিবর্তনীয় এবং স্থায়ী পরিবর্তনের সূত্রপাত হতে পারে।</p> <p>গবেষকরা এখন পর্যন্ত ১৬টি জলবায়ু টিপিং পয়েন্ট চিহ্নিত করেছেন এবং তারা বলছেন যে এরি মধ্য বেশ কয়েকটি টিপিং পয়েন্ট পেরিয়ে গেছে, যেমন- গ্রিনল্যান্ডে বরফের টুপি পতন এবং পারমাফ্রস্ট গলে যাওয়ার মতো বড় পরিবর্তনগুলো উল্লেখযোগ্য।</p> <p>বিশ্বের বৃহত্তম রেইনফরেস্ট দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি বাস্তুতন্ত্র।</p> <p>সূত্র: <a href="#">Global tipping points organization</a>.</p>
 <p><b>নেট জিরো</b> (Net Zero)</p>	<p>‘নেট জিরো’ এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে দেখা যায় পরিবেশে প্রবেশকারী গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন অপসারণের পরিমানের সমান। একে জলবায়ু নিরপেক্ষতাও বলা হয়।</p> <p>২০১৮ সালে, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল ২০৫০ সালকে নির্দিষ্ট সময়সীমা হিসাবে চিহ্নিত করেছে যার মাধ্যমে বিশ্বকে অবশ্যই নেট জিরো অবস্থানে পৌঁছাতে হবে। ধারণা করা হয় প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বৈশ্বিক উষ্ণতাকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্য অর্জন করতে হলে নেট জিরো অবস্থানে পৌঁছাতে হবে।</p> <p>লন্ডন ভিত্তিক অলাভজনক এবং গবেষণা সংস্থা নেট জিরো ট্রাকারের একটি প্রতিবেদন অনুসারে যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং চীনসহ প্রায় ১২৮টি দেশ এবং অঞ্চল নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।</p> <p>সূত্র: <a href="#">United Nations Website</a>.</p>
 <p><b>পারমাফ্রস্ট</b> (Permafrost)</p>	<p>যে কোনো ভূমি যেটি কমপক্ষে দুই বছর ধরে সম্পূর্ণ হিমায়িত থাকে তাকে ‘পারমাফ্রস্ট’ বলে।</p> <p>এটি মাটি, বালি, শিলা এবং বরফ দ্বারা গঠিত জৈব উপাদান দিয়ে তৈরি।</p> <p>‘পারমাফ্রস্ট’ মেরু অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৪০% জুড়েই এর উপস্থিতি রয়েছে।</p> <p>জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ‘পারমাফ্রস্ট’ গলে যাচ্ছে। যদি বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্প স্তরের উপরে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বৃদ্ধি পায়, তাহলে অনুমান করা হয় যে পারমাফ্রস্টের পরিমাণ ৪০% এরও বেশি কমে যাবে।</p> <p>সূত্র: <a href="#">NASA Climate Kids</a>.</p>
 <p><b>কার্বন ফুটপ্রিন্ট</b> (Carbon footprint)</p>	<p>‘কার্বন ফুটপ্রিন্ট’ বলতে কোনো একক ব্যক্তি, কোনও ঘটনা, সংস্থা, সেবা, স্থান বা পণ্য উৎপাদনের কারণে সৃষ্ট মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকে বোঝায়। এটিকে সমতুল্য কার্বন-ডাই-অক্সাইড এককে প্রকাশ করা হয়।</p> <p>২০০৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড় বাসিন্দাদের মাথাপিছু কার্বন ফুটপ্রিন্ট ছিল ২০.৬ মেট্রিক টন CO2 এর সমতুল্য।</p> <p>খনিজ তেল ও গ্যাস কোম্পানি ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কার্বন ফুটপ্রিন্ট পরিভাষাটি জনপ্রিয় করে তোলে।</p> <p>সূত্র: <a href="#">UNDP Website</a>.</p>
 <p><b>ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট</b> (Ecological footprint)</p>	<p>‘ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট’ হল এমন এক পদ্ধতি যার সাহায্যে পৃথিবীররূপ বাস্তুতন্ত্র থেকে মানুষের চাহিদা পূরণ এবং সেই চাহিদা পূরণের ফলে বাস্তুতন্ত্রে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তা পুনরুদ্ধানের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের ক্ষমতা কে পরিমাপ করে।</p> <p>মানব সমাজের বিকাশ ও বৃদ্ধির জন্য যে সব প্রকৃতি সৃষ্ট জৈবিক ভাবে উৎপাদনশীল সম্পদের প্রয়োজন, যেমন- জমি, সমুদ্র, হ্রদ, নদী, পর্বত প্রভৃতি পরিমাপ করার একটি কৌশল হল বাস্তুতান্ত্রিক পদচিহ্ন।</p> <p>‘ইকোলজিক্যাল ফুটপ্রিন্ট’ শব্দের প্রবক্তা: মাথিস ওয়াকারনাগেল এবং উইলিয়াম রীস (১৯৯০সাল)।</p> <p>সূত্র: <a href="#">Nature Journal</a> &amp; <a href="#">Britannica</a>.</p>